বর্তমান BARTAMAN

Date: 12 February 10; Page No.: 11; Edition: Kolkatta

সিনেমা হলে আই পি এল দেখানোর এলাহি আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের টিভি স্বত্ব বিক্রি করে এর আগে মোটা টাকা কামিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। কিন্তু এবার টিভি স্বত্ব নয়, আই পি এল-থ্রি-এর বড় পর্দার স্বত্ব (স্ক্রিন রাইটস) বিক্রি করে প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকা আয় করছে বি সি সি আই। আই পি এলের বিপণনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এই বড় পর্দার স্বত্ব বিক্রির বিষয়টি। আই পি এল কমিটির চেয়ারম্যান ললিত মোদী এ ব্যাপারে গ্লোবাল টেন্ডার ডেকেছিলেন। খামবন্দি এই টেন্ডারে বড় পর্দার স্বত্ব পেয়েছে 'এন্টারমেন্ট স্পোর্টস ডিরেক্ট' নামে একটি সংস্থা।

এই সংস্থাটি আবার ভারতে বড় পর্দায় আই পি এল দেখানোর দায়িত্ব দিয়েছে ক্রাউন ইনফোকে। আই পি এলের টেলিভিশন স্বত্ব আছে সেট ম্যাক্সের কাছে। চুক্তিমতো তারা বিনা পয়সায় 'ফিড' দিতে বাধ্য ক্রাউন ইনফোকে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ক্রাউন ইনফোর হয়ে দেশের বিভিন্ন সিনেমা হলে সরাসরি আই পি এল দেখানোর ব্যবস্থা করেছে ইউফো ডিজিটাল নামে একটি সংস্থা। বৃহস্পতিবার ওই সংস্থার যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর কপিল আগরওয়াল জানান, আই পি এলের প্রথম পর্বে দেশের বড় শহরগুলির মাল্টিপ্লেকসে বড় পর্দায় খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবার পেশাদারিত্বের সঙ্গে গোটা দেশ জুড়ে আমরা বড় পর্দায় আই পি এলের খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করছি। দেশের মোট ১৭২১টি সিনেমা হল আই পি এলের ম্যাচ বড় পর্দায় দেখানোর জন্য আমাদের সঙ্গে চুক্তি করেছে। সংখ্যাটি আগামী দিনে আরও বাড়বে। বাংলার ১১৭টি সিনেমা হল আমাদের সঙ্গে চুক্তি করেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল কলকাতার সিনেম্যাজ, আইনক্স (স্বভূমি, ফোরাম, রাজারহাট), ফেম ইত্যাদি মাল্টিপ্লেকসের পাশাপাশি হাতিবাগানের রাধা সিনেমা, বেহালার অজন্তা সিনেমাতেও খেলা দেখা যাবে। হাওড়ার বঙ্গবাসী, বারাসতের লালি, সোদপুরের পদ্মা সিনেমা, চুঁচুড়ার অরো সিনেমা, দুর্গাপুর সিনেমা, দার্জিলিংয়ের নভেলটি সিনেমা হলগুলিতেও দেখা যাবে আই পি এলের ম্যাচ। যার ফলে ওই হলগুলিতে টুর্নামেন্ট চলাকালীন নুন শো ছাড়া আর কোনও শো হবে না।

ললিত মোদীর এই বিপণন হিন্দি সিনেমা তো বটেই, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকেও বড় ধাক্কা দিতে চলেছে। গ্রামাঞ্চলের অনেক হলে আই পি এলের ম্যাচ দেখানো হচ্ছে বলে টালিগঞ্জের পরিবেশকরা চিন্তিত। ওই সময়ে বাংলার একটি বড় পরিবেশক সংস্থা ছাড়া আর কেউ নতুন সিনেমা রিলিজের ঝুঁকি নিচ্ছে না। ২০০৮ সালে আই পি এলের সময় যে হিন্দি সিনেমাগুলি রিলিজ করেছিল, সেগুলি মুখ থুবড়ে পড়ে। এবার আই পি এলের আগেই রয়েছে 'হোলি'। তারপর আর কোনও হিন্দি সিনেমা হয়তো মুক্তি পাবে না। মাল্টিপ্লেকসগুলি আই পি এল নিয়ে মাতামাতি করায় হলিউডের সিনেমাও ওই সময়ে ভারতে মুক্তি পাবে না—এমনই জানালেন সিনেম্যাজ মাল্টিপ্লেকস চেইনের অন্যতম কর্তা পিটারসন। দেশের মাল্টিপ্লেকসগুলি কী রকম উৎসাহ দেখাচ্ছে, এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের পর ইউফো কর্তাদের কাছে তার বিস্তারিত খোঁজ নেন ওই সিনেম্যাজ কর্তা। জেলার সিনেমা হলগুলি আই পি এলের ম্যাচের সময়ে টিকিটের সর্বনিম্ন দাম করছে ৫০-৬০ টাকা। আর মাল্টিপ্লেকসে সর্বনিম্ন দাম হতে পারে ১২৫ টাকা।

বেশ কিছু মাল্টিপ্লেকসে চিয়ারলিডাররা থাকবেন। তাঁরা মাঠের পরিবেশ নিয়ে আসবেন সিনেমা হলেই। সেক্ষেত্রে টিকিটের সর্বনিম্ন দাম হতে পারে ৪০০ টাকা। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন হল মালিকরা। আবার শনি ও রবিবার টিকিটের দাম ২০ শতাংশ বেড়ে যাবে। এর পাশাপাশি দু'টি সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি সিনেমা 'অবতার'-এর মতো থ্রি-ডাইমেনশনাল হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।